প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায়

ভূমিসেবা আজ জনগণের দোরগোড়ায়

২০০৯-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

স্মার্ট ভূমি সেবা ২৪/৭ ১৬১২২ land.gov.bd

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায়
ভূমিসেবা আজ জনগণের দোরগোড়ায়
২০০৯-২০২৩

ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

“একটি পরিবার মাত্র একশ’ বিঘা সম্পত্তি রাখতে পারবে। প্রয়োজনবোধে এটা আরো কমানো হতে পারে। বিভিন্ন পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া বাড়তি জমি এবং সরকারের হাতের খাস জমি সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অতীতের মতো পোষ্যদের নামে ভাগ করে দিয়ে এই ঘোষণাকে ফাঁকি দেয়া বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
[ভোলার জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ,
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২]

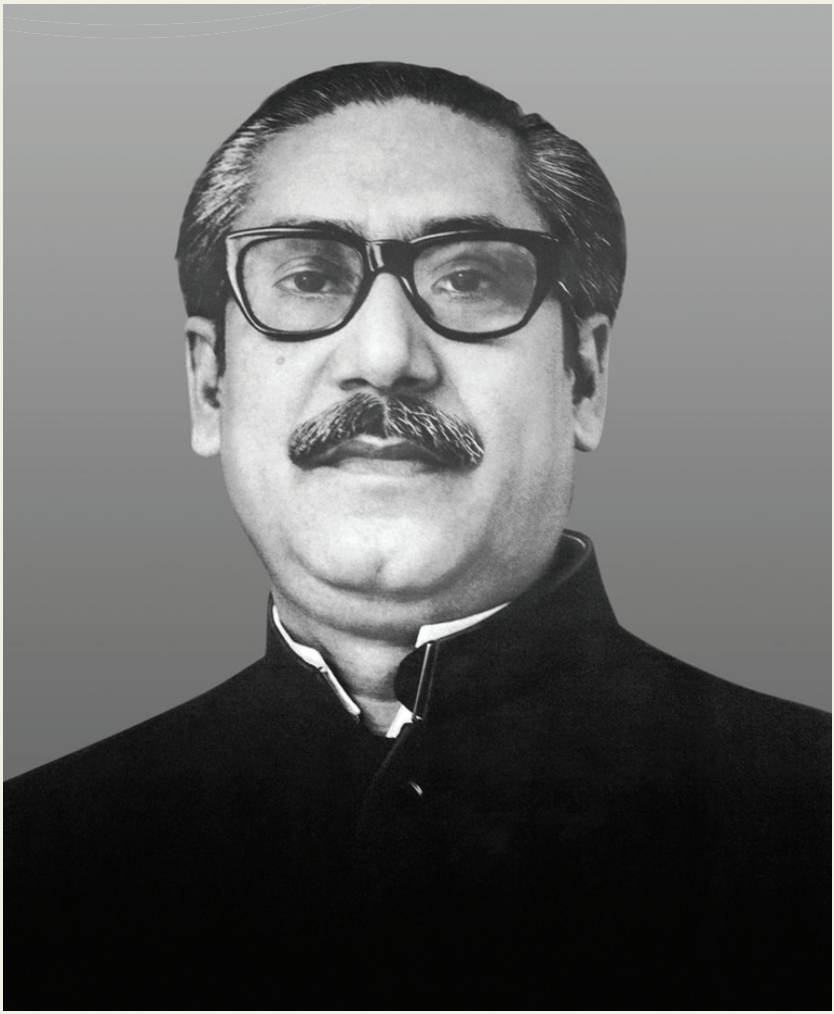

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“আমরা ২০০৮-এর নির্বাচনে ঘোষণা দিয়েছিলাম বাংলাদেশকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের জীবনমান উন্নত করবো। আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে নানামুখী উদ্যোগ এবং কর্মসূচিও হাতে নিই। ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আমি ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ৩১টি নির্দেশনা প্রদান করি, যাতে জনগণ সেবা পেতে কোনো রকম হয়রানি বা ভোগান্তির শিকার না হয় এবং ভূমিসেবা সম্পূর্ণভাবে যাতে ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয় সেদিকে লক্ষ রেখে আমরা কাজ করি।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
২৯ মার্চ ২০২৩, জাতীয় ভূমি সম্মেলন
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এদেশের মাটি ও মানুষকে হৃদয়ে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই ভূমির যথাযথ ও ন্যায়সংগত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ব্রত নিয়ে গ্রহণ করেন ভূমি সংস্কার ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের নানামুখী পদক্ষেপ। সেই ধারাবাহিকতায় তাঁরই পরিকল্পিত রূপকল্প ২০২১-এর অন্যতম প্রতিশ্রুতি দক্ষ ও স্বচ্ছ ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে এর ডিজিটাইজেশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আজ আমরা তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মাধ্যমে স্মার্ট করে অধিকতর জনবান্ধব করার পথে রয়েছি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় টেকসই, জবাবদিহি ও জনবান্ধব ভূমি সংস্কার কার্যক্রম চলছে। রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-কে সামনে রেখে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে টেকসই ভূমি সংস্কার ও স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, আমি আশা করছি, সংশ্লিষ্ট সকলে এই প্রকাশনার মাধ্যমে তার একটি সম্যক ধারণা পাবেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী

মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমি সংস্কার ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন সর্বজনস্বীকৃত একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত দিয়ে শুরু হওয়া যুগান্তকারী সংস্কার আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট ভূমিসেবায় রূপ লাভ করেছে। গত ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন ও স্মার্ট ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় নিত্যনতুন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের জনগণ ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন ও স্মার্ট ভূমিসেবার সুফল ভোগ করতে শুরু করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী দিকনির্দেশনায় নাগরিকদের সেবাদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমি মন্ত্রণালয় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। একই সঙ্গে ভূমি রাজস্ব আদায় বেড়েছে কয়েকগুণ। আগামী ২০৪১ সালের উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ পুস্তিকাটি ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও পদক্ষেপসমূহের উপযোগিতা এবং জনজীবনে ভূমিসেবা সহজীকরণের প্রভাব সম্পর্কে সচিত্র তথ্যাবলি উপস্থাপনের প্রয়াস।

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায়
ভূমিসেবা আজ জনগণের দোরগোড়ায়
২০০৯-২০২৩

ভূমি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষকতায়
সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি
মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায় ও পরিকল্পনায়
মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৩

Pathak Shamabesh
since 1987

লেআউট ও ডিজাইন
পাঠক সমাবেশ, ২৭৮/৩, এলিফেন্ট রোড (২য় তলা) কাটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০২২২৩৩৬২৭৬৬, ০২২২৩৩৬৯৫৫৫; ০১৭১৩০৩৪৪৪০
E-mail: pathak@bol-online.com, www.pathakshamabesh.com
মুদ্রণ ও বাঁধাই : কালচার প্রেস, ঢাকা

সূ । চি । প । ত্র

অধ্যায় ১
বঙ্গবন্ধু হতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা : ভূমি সংস্কার ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন ১০

অধ্যায় ২
স্মার্ট বাংলাদেশ: স্মার্ট ভূমিসেবা ৩০

অধ্যায় ৩
বঙ্গবন্ধুর পুনর্বাসন কার্যক্রম হতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গুচ্ছগ্রাম : ভূমি বন্দোবস্ত, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৫২

অধ্যায় ৪
সেবা সহজীকরণের ভিত্তি: চুক্তি, আইন ও বিধিমালা ৭০

অধ্যায় ৫
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও অর্জন ৭৬

অধ্যায় ৬
অর্জন: পুরস্কার ও স্বীকৃতি ৮৪

অধ্যায় ১

বঙ্গবন্ধু হতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা : ভূমি সংস্কার ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন

১.১ ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য গৃহীত পদক্ষেপ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর যুগোপযোগী, ভূমি বিরোধ হ্রাস, ভূমিহীনদের খাসজমি প্রদান ও ভূমির মালিকানা প্রদানের জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে নিম্নবর্ণিত আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ ও নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

- পাকিস্তান আমলে কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা বাতিল করেন।
- ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের জন্য— The Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972 (PO 98 of 1972);
- ভূমি মালিকানার উচ্চ সীমা নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা— The Bangladesh Land Holding (Limitation) Rules, 1972;
- রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তৃতীয় সংশোধনী— The State Acquisition and Tenancy (Third Amendment) Order, 1972: President's Order No. 96 of 1972; and
- রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব আইন চতুর্থ সংশোধনী— The Bangladesh State Acquisition and Tenancy (Fourth Amendment) Order, 1972.
- হাট ও বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য— The Bangladesh Govt. Hats and Bazars (Management) Order, 1972, 28th June.
- পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য— The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO 16 of 1972);
- অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য— The Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, 1972 (PO 29 0f 1972);
- জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য— The Bangladesh (Resumption of Easement Lands) Order, 1972 (PO 35 of 1972);
- শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য— The Enemy Property (Continuance of emergency provision) (Repeal) Act 1974 (Act No. XLV of 1974);
- অর্পিত সম্পত্তি ও অনাবাসি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য— The Vested and Non-Resident Property (Administration) Act 1974 (Act No. XLVI of 1974);
- ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের রূপকার

স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠন, মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের ১ম এজেন্ডায় ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ, পরিবার প্রতি জমির মালিকানা সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জন্যে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উপহার। পরবর্তীতে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ-এর স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বাস্তবমুখী দিক-নির্দেশনায় একসময়ের গতানুগতিক ভূমি ব্যবস্থাপনা আজ ডিজিটাল থেকে রূপ নিচ্ছে স্মার্ট ভূমিসেবায়। স্মার্ট ভূমিসেবার মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের স্থাবর সম্পদের অধিকার সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০০৯ সালে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ২০১০ সালেই মৌজা ম্যাপের ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরির কাজ শুরু করার মাধ্যমে ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় উদ্যোগে ডিজিটাইজেশন কাজ শুরু হয় এবং ২০১৬ সালে একটি সামগ্রিক ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। ২০১৮ সালে ই-নামজারি সিস্টেম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সার্ভিস ডিজিটাইজেশনে প্রবেশ করে ভূমি মন্ত্রণালয়। ২০২১ সালে পুরো ভূমিসেবা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ দফার দ্বিতীয় দফায় বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও খাজনা আদায়কারীদের স্বত্ব বাতিল করে, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের কর্মসূচি দিয়েছিলেন।

ডিজিটাইজেশনের রূপরেখা তৈরি করা হয় এবং সে অনুযায়ী পুরো ভূমিসেবা সিস্টেম ও প্রশাসন ডিজিটাইজেশন করার কাজ শুরু হয় কেন্দ্রীয়ভাবে।

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম প্রচলিত ম্যানুয়াল সেবা প্রদানের ধারা ও রীতিকে অপরিবর্তিত রেখে কেবল ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় রূপান্তর নয়; বরং ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যুগপৎ সেবা প্রদানের ধারা ও রীতি পরিবর্তন করা হয় এবং সেবা চালু হওয়ার পর চলমান থাকে সেবার ক্রমাগত উন্নয়ন। এজন্য বিধি-বিধান ও নীতিমালা সংস্কার করা হচ্ছে নিয়মিত; এমনকি আইন সংশোধন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন আইন প্রণয়নেরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কয়েকশ বছরের পুরোনো এবং অপ্রতিসম ভূমিসেবা ব্যবস্থার টেকসই সংস্কারের অবিরত এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের পরিপূর্ণতা আনার কাজ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০২৬ সালের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের এই কার্যক্রম বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়ন, জলবায়ু অভিযোজন এবং আর্থিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমি-সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য 'ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়' গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের প্রথম এজেন্ডায় ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবার-প্রতি জমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘা নির্ধারণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার পোড়াগাছায় নদী ভাঙনের শিকার ভূমিহীন পরিবারের মাঝে খাসজমি বিতরণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

পূর্বদেশ

মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

বকেয়া খাজনা মওকুফ

দৈনিক বাংলা

পরিবার প্রতি একশ' বিঘার বেশী জমি থাকবে না: বঙ্গবন্ধু

চল কোদাল চালাই

নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশন প্রতিশ্রুতি

১	ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ, খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বন্দোবস্ত প্রদান করা;
২	সমুদয় জমির রেকর্ড কম্পিউটারায়ন করা;
৩	জমি, জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা;
৪	উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা;
৫	আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা এবং
৬	বস্তি, চর, হাওড়, বাঁওড় ও উপকূলসহ সকল অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪: ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন প্রতিশ্রুতি

১	শিল্পায়ন, আবাসন ও ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে আবাদযোগ্য ভূমি ও জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাসের উদ্বেগজনক হার নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানসম্মত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করা;
২	আগামী পাঁচ বছরে দেশের সব জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজড করার কাজ সম্পন্ন করা;
৩	জমির সর্বোচ্চ যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা;
৪	খাস জমি, জলাশয় এবং নদী ও সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা জমি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমিহীন ও বাস্তুভিটাহীন হত-দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা;
৫	অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে কৃষি জমি ও জলাশয় হ্রাসের হার কমানো এবং ভূমির সর্বানুকূল ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৬	ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষা করা;
৭	সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং
৮	ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, স্থল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনা

(১) ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। সেজন্য ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।

(২) যেসব জমিতে ৩ (তিন) ফসল হয় এবং উচ্চহারে ফলন হয় সেসব জমি কৃষি কাজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা যেহেতু ভূগর্ভস্থ পানি সেচের ওপর নির্ভরশীল, তাই যেসব ফসলে সেচ কম লাগে সেসব ফসলের জন্য উত্তরাঞ্চলের জমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৪) যেসব জমি অনুর্বর অথবা যেসব জমিতে ফসল কম হয় সেসব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন হয়নি বলে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়ে গেছে। তাই উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

(৫) নগরায়ণ পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। শহরের বিভিন্ন স্থানে জলাশয় রাখতে হবে। যাতে করে বৃষ্টির পানি ধারণ ও পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি ফায়ার ব্রিগেড প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পানি পায়।

(৬) বর্ষায় বাড়তি পানি সংরক্ষণসহ পানি প্রবাহ বজায় রাখার জন্য নদীর মূল স্রোতধারা ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বজায় রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি ধারণের জন্য বাফার জোনও রাখতে হবে।

(৭) কোনো কোনো নদী ভরাট হয়ে গেছে। সেসব এলাকায় নদী ড্রেজিং করে ভূমি বাড়িয়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও জলাশয় এগুলো দেশের শিরা-উপশিরা; এগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। তাই ভূমি ব্যবহার আইনে এ সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৯) জলাধার ভরাট করে আবাসন বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি প্রদান/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণকালে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১০) ভূমির রেকর্ড প্রস্তুত/সংশোধনের সময় মূল মালিক যাতে বঞ্চিত না হন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুপস্থিত ভূমি মালিক এবং মহিলারা এক্ষেত্রে বেশি বঞ্চিত হন। সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(১১) ভূমিহীন ও গৃহহারা মানুষের তালিকা প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমিহীনদের খাসজমি দিয়ে তাদের গৃহের ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জমি যাতে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দখল করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১৩) গ্রামাঞ্চলে চারতলা ভবনে ফ্ল্যাট করে মানুষের বসবাসের জন্য পল্লি জনপদ নামে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য খাসজমি দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

(১৪) প্রতিটি উপজেলায় পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

(১৫) নতুন জেগে ওঠা চরভূমি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং দ্রুত বন্দোবস্ত প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। চরের মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বাজারজাত করার দিকেও নজর রাখতে হবে।

(১৬) পঞ্চগড় এলাকায় চা বাগান করা হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম এলাকায় চা বাগান করা সম্ভব হলে কৃষকরা লাভবান হবেন। সে সকল এলাকায় উপযুক্ত জমিতে চা বাগান সৃজনের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

(১৭) পার্বত্য এলাকার জনগণের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে। ভূমি কমিশনকে আন্তরিকভাবে কাজ করে দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা দূর করে জরিপ শুরু করতে হবে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষার পাশাপাশি অর্থকরী ফসল চাষের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে পার্বত্য এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থের প্রয়োজনে পপি চাষের দিকে আবার ফিরে না যায়।

(১৮) ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত শেষ করতে হবে।

(১৯) ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে-ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

(২০) ভারতের সঙ্গে সীমানা চিহ্নিতকরণের বিষয়ে ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ভারতীয় সংসদে পাস হলে সে আলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ছিটমহলে মাথা গণনা শেষ হয়েছে। ভারতীয় সংসদে উক্ত চুক্তি পাস হলে ছিটমহল সমস্যাও সে আলোকে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২১) সারা দেশে উপজেলা পর্যায়ে শিল্পায়ন করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমির ব্যবস্থাপনা করতে হবে যেন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সকল উপজেলায় সমভাবে করা সম্ভব হয়।

(২২) কৃষি হচ্ছে অর্থনীতির মূল ভিত্তি, কৃষি উৎপাদন বজায় রাখতে হবে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করা যাবে না।

(২৩) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করতে হবে।

(২৪) সারা দেশের ভূমি রেকর্ড দ্রুত আধুনিকায়ন করতে হবে।

(২৫) পরিবেশ বাঁচিয়ে শিল্পায়ন করতে হবে। বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২৬) মামলার কারণে জনগণ যাতে হয়রানির শিকার না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(২৭) জমির আকৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে শিল্পকারখানা ডিজাইন করতে হবে। কারখানার ডিজাইন আয়তাকার বা বর্গাকার করার নামে জলাধার ভরাট করা যাবে না।

(২৮) ভূমি ভবন নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

(২৯) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে সরকারিভাবে অধিদপ্তর ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(৩০) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ৭ বিভাগে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩১) উপজেলা ভূমি অফিসে জনবল পদায়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে তারা সদস্য Co-Opt করে সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল ভূমিসেবা নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি

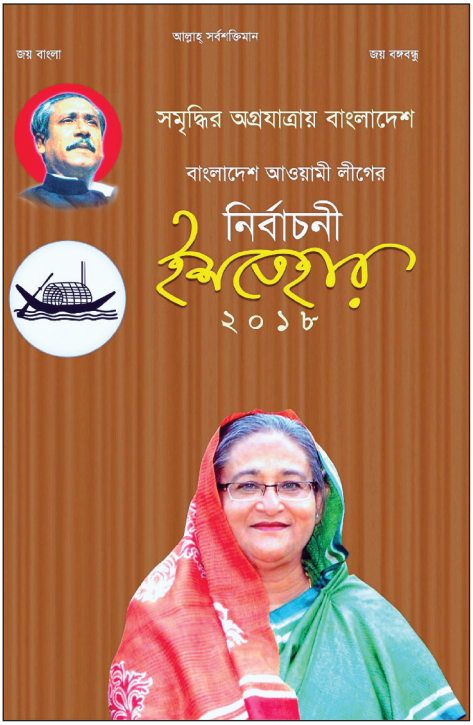

১	সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা। (সন্ত্রাস, জমি দখল, ডাকাতি, লুণ্ঠন এবং এই জাতীয় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সমূলে নির্মূল করা);
২	নগর ও শহরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নগর ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৩	শিল্প স্থাপনে বাধা, বিশেষত ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা দূর করা;
৪	অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং
৫	সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

১.২ ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন ও স্মার্ট ভূমিসেবার পরিকল্পনাসমূহ

➢	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১টি দিকনির্দেশনা ২০১৪	ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা;
➢	ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের ধারণাপত্র ২০১৬	ভূমি ডিজিটাইজেশনের প্রকল্প প্রণয়নের ধারণা;
➢	অটোমেটেড ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজম্যন্ট সিস্টেম কর্মসূচি ২০২২-২০২৬	স্মার্ট ভূমিসেবার রূপরেখা ২০২৬ সালের মধ্যে করণীয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে করণীয়;

➢	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১	টেকসই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ;
➢	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)	দারিদ্র্য বিমোচনে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ;
➢	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০)	তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক নাগরিক ভূমিসেবা;

➢	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১	গ্রামীণ উন্নয়ন, টেকসই কৃষি ও শিল্পায়নে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা;
➢	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫)	টেকসই উন্নয়ন, উন্নত গ্রামীণ অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা:

➢	বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	ভূমির ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি জোনিং এবং ভূমিসেবায় সুশাসনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ;

১.৩ একনজরে ভূমিসেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পসমূহ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজেশনসহ বিবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় হয়। নিচে ২০০৯ সাল থেকে গৃহীত প্রকল্পসমূহ:

চলমান প্রকল্পসমূহ

দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন প্রকল্প
গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প
চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি)

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন শীর্ষক প্রকল্প
ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প
মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ডিজিটাইজেশন
স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প
স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বি ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
স্ট্রেংদেনিং এক্সেস টু ল্যান্ড অ্যান্ড প্রপার্ট রাইটস্ ফর অল সিটিজেন অব বাংলাদেশ প্রকল্প
ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সাপোর্টিং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অব স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বি ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস অ্যান্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প
ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) হোস্টেল ভবনের ৫ম থেকে ১১তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ

ভূমিসেবা অবকাঠামো উন্নয়নের চিত্র

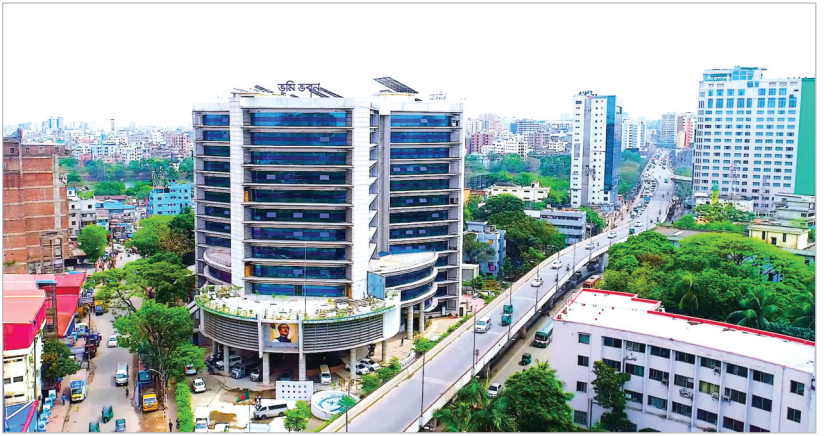

ভূমি ভবন, ৯৮ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, তেজগাঁও, সাতরাস্তা, ঢাকা

নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস

১.৪ ডিজিটাল ভূমিসেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানসমূহ

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২২ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন (১৯ মে ২০২২)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমিসেবার ৭টি উদ্যোগ উদ্বোধন করেন (২৯ মার্চ ২০২৩)

মোবাইলে অনলাইন ভূমিসেবা

একজন নাগরিক ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে ভূমিসেবা নিচ্ছেন

১.৫ উদ্বোধন ও উদ্যোগসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি ডাটা ব্যাংক উদ্বোধন করেন (৮ সেপ্টেম্বর ২০২১)

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি ভবন থেকে দেশব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ভূমিসেবার গুণগত মান মূল্যায়ন ও স্মার্ট নামজারি শুনানির নোটিশ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন (৯ জুলাই ২০২৩)

ডিজিটাল ভূমিসেবার অর্জন ও প্ল্যাটফর্ম

ডাকযোগে নাগরিকের ঠিকানায় সরবরাহ করা হয়েছে (২০২২ থেকে)
প্রায় ৫ লাখ খতিয়ান ও ম্যাপ

'ভূমিসেবা হটলাইন-১৬১২২' এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে (২০২১ থেকে)
প্রায় ১১ লাখ নাগরিক কল

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও জিআরএস (অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা) এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে (২০২১ থেকে)
প্রায় ৪৩ হাজার ই-মেইল ও অভিযোগ

ডিজিটাল ভূমিসেবা চালুর পর থেকে এই পর্যন্ত অর্জন

অনলাইনে নিষ্পন্ন হয়েছে (২০১৭ থেকে)
প্রায় ৩ কোটি ই-নামজারি

অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে (২০২১ থেকে)
প্রায় ৭০০ কোটি টাকা

অনলাইনে ডাটা আপলোড করা হয়েছে (২০২১ থেকে)
৪ কোটির অধিক ভূমি হোল্ডিং (জোত)

ডিজিটাল ভূমিসেবা

১.৬ স্মার্ট ভূমিসেবার কৌশলগত কাঠামো

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২২ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা বার্তায় (রেকর্ডেড) ভূমিসেবা গ্রহণে land.gov.bd পোর্টাল ভিজিট ও ১৬১২২ নম্বরে ফোন করার জন্য দেশের নাগরিকদের আহ্বান জানান (১৯ মে ২০২২)

শতভাগ ই-নামজারি চালুর পর বর্তমানে নামজারি নিষ্পত্তি হচ্ছে **২৮ দিনে**, পূর্বে যা ছিল ৬০ দিনে

ঘরে বসেই খতিয়ান ও ম্যাপ সরবরাহের সেবা গ্রহণ করছেন বছরে গড়ে **১০০০ নাগরিক**

অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর চালুর পর বছরে আদায় **২০০০ কোটি** টাকা, পূর্বে যা ছিল ৮০০ কোটি টাকা

বছরে ৫০,০০০ নাগরিক স্মার্ট কানেক্ট এর মাধ্যমে নাগরিক সহায়তা পাচ্ছেন

স্মার্ট রেকর্ড প্রক্রিয়াকরণ

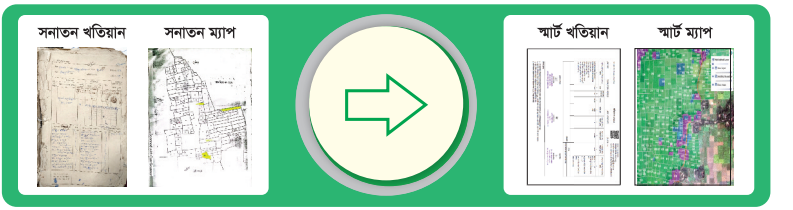

১.৭ ডিজিটাল ভূমিসেবার ক্রমবিবর্তন

২০১০, জুলাই	ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম শুরু। স্ক্যান করার মাধ্যমে প্রচলিত ম্যাপের ডিজিটাল প্রতিলিপি প্রস্তুত।
২০১১ জুলাই	নির্ধারিত কিছু জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ডিজিটাল জরিপ কর্যক্রম শুরু।
২০১৪ ১৮ সেপ্টেম্বর	ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদান।
২০১৫ ০৫ এপ্রিল	'ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো' তৈরি বিষয়ক প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত।
২০১৫ ২৯ জুন	'ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো' তৈরি ও এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন।
২০১৬, ৪ ফেব্রু.	ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের ধারণাপত্র প্রস্তাব করা হয়।
২০১৭, ফেব্রুয়ারি	সমগ্র দেশে ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু।
২০১৭ ৩০ এপ্রিল	www.land.gov.bd ভূমিসেবা পোর্টাল তথা 'ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো'র যাত্রা শুরু; এই বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন জারি।
২০১৭ ২৫ জুলাই	এক পর্যালোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ই- নামজারি ও জরিপের খতিয়ান ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।
২০১৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সারা দেশে অনলাইনে আরএস খতিয়ান উন্মুক্ত করেন।
২০২০, ১৬ জুন	ই-নামজারির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘ পুরস্কারে ভূষিত।
২০২০ ২৮ অক্টোবর	অনলাইন ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার পাইলটিং শুরু।
২০২০ ১২ ডিসেম্বর	অনলাইন খতিয়ান প্রদান ও ডিজিটাল রেকর্ড রুম তৈরির উদ্যোগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী ও তার দল ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২০ গ্রহণ করেন।
২০২০ ২৩ ডিসেম্বর	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিভিন্ন জেলায় রেকর্ড রুমের নাগরিক সার্ভিস, ই-সার্ভিস বা ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।
২০২১ ৮ সেপ্টেম্বর	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেন।

২০২১ ১৩ ডিসেম্বর	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী দুবাইতে জাতিসংঘের এক অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ গ্রহণ করেন।
২০২২ ০৫ জানুয়ারি	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা-এর উদ্বোধন করেন।
২০২২ ২৪ ফেব্রুয়ারি	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া'র উদ্বোধন করেন
২০২২, ১৯ মে	ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২২-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা বার্তায় (রেকর্ডেড) land.gov.bd ওয়েবপোর্টাল কিংবা ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে ভূমিসেবা গ্রহণের আহ্বান জানান।
২০২২ ৩১ মে	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উইসিস পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করেন।
২০২২ ২৩ জুলাই	'ভূমি তথ্য ব্যাংক' এর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জনপ্রশাসন পদক ২০২২ গ্রহণ করেন।
২০২২, ০৩ আগস্ট	সাইফুজ্জামান চৌধুরী পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের পাইলটিং উদ্বোধন করেন।
২০২২ ২১ নভেম্বর	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী মর্টগেজ ডাটা ব্যাংক এবং মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম-এর উদ্বোধন করেন।
২০২২ ১২ ডিসেম্বর	অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রমের জন্য ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও তাঁর দল ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করেন।
২০২৩ ২৯ মার্চ	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন ইন্টারকানেকশন, স্মার্ট ল্যান্ড ম্যাপ, স্মার্ট ল্যান্ড রেকর্ডস, স্মার্ট ল্যান্ড পিডিয়া, স্মার্ট ল্যান্ড সার্ভিস সেন্টার সহ ৭টি উদ্যোগ উদ্বোধন করেন
২০২৩ ০৯ জুলাই	ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী দেশব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ভূমিসেবার গুণগত মান মূল্যায়ন ও স্মার্ট নামজারি শুনানির নোটিশ প্রদান কার্যক্রম'-এর উদ্বোধন করেন।
২০২৩ ০৬ আগস্ট	চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।
২০২৬ (প্রক্ষেপন)	ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল সেবা একই প্ল্যাটফর্মের আওতায় অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

অধ্যায় ২

স্মার্ট বাংলাদেশঃ স্মার্ট ভূমিসেবা

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী চট্টগ্রামে ইডিএলএমএস প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। (০৬ আগস্ট ২০২৩)

রংপুর বিভাগীয় ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান

২.১ স্মার্ট ই-নামজারি

১। land.gov.bd ওয়েবপোর্টাল থেকে কিংবা ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে নাগরিকগণ ডিজিটাল ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারেন।

২। কিউআর কোড যুক্ত অটোমেটেড খতিয়ান ও ক্যাশলেস সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৩। দলিলমূলে নামজারি চালুর জন্য ১৭ টি উপজেলায় রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

৪। মর্টগেজ ডাটা ব্যাংকসহ অন্যান্য ভূমিসেবার সঙ্গে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

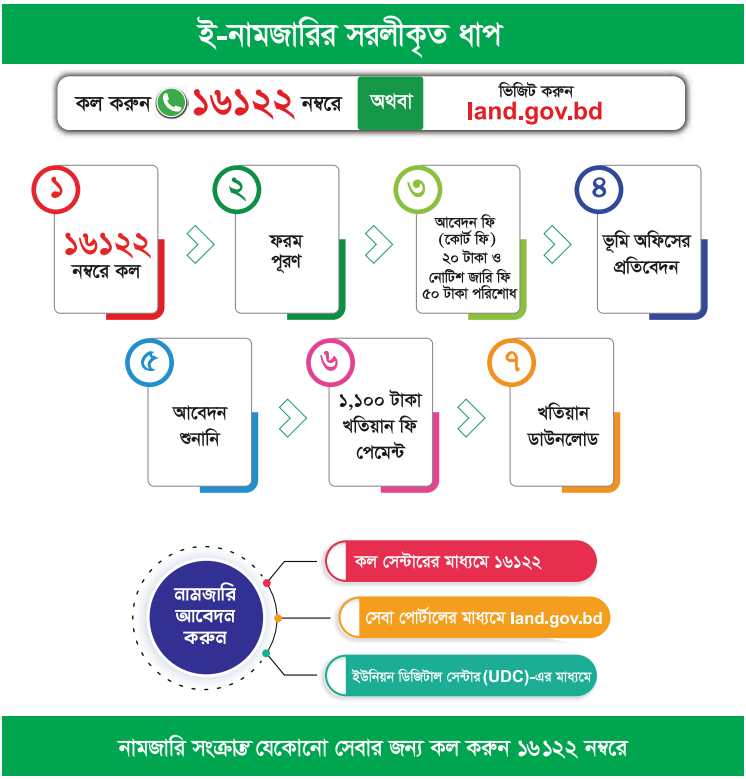

একীভূত ই-রেজিস্ট্রেশন ও ই-মিউটেশন

ই-রেজিস্ট্রেশন

১৭ টি পাইলটিং উপজেলা ভূমি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে এ আন্তঃসংযোগ দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে

ই-মিউটেশন

ডাটা-শেয়ারিং-এর কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি ফরমে দলিলের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

কার্যক্রম

০১ সাব-রেজিস্ট্রারগণ জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে 'স্মার্ট ভূমি রেকর্ড' সিস্টেম থেকে জমির মালিকানা যাচাই করবেন

০২ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে

০৩ দলিল রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথেই দলিল গ্রহীতা ৭০ টাকা নামজারি ফি পরিশোধের এসএমএস ও ভয়েস মেসেজ পাবেন

০৪ দলিল গ্রহীতা ৭০ টাকা ফি পরিশোধ করলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-নামজারি সিস্টেমে প্রাপ্ত হয়ে আবেদন কার্যক্রম শুরু করবেন

ই-রেজিস্ট্রেশন থেকে আগত নামজারি ফরম সম্পাদন প্রক্রিয়া

নামজারি পোর্টাল mutation.land.gov.bd **তে প্রবেশ করুন**

নামজারি পোর্টাল থেকে খসড়া আবেদন অপশনে ক্লিক করুন

মোবাইলে প্রাপ্ত ট্র্যাকিং নম্বর এবং মোবাইল নম্বর টাইপ করে খুঁজুন অপশনে ক্লিক করুন

দলিলে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অটোমেটিক পূরণকৃত নামজারি ফরম ওপেন হবে

প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে অনলাইনে ৭০ টাকা ফি পরিশোধ করলে আবেদনটি নামজারি সম্পাদনের জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে জমা হবে

কার্যক্রমটি সম্পাদন করতে কোন জিজ্ঞাসা থাকলে ভূমিসেবা হটলাইন নম্বর **১৬১২২** তে কল করুন

২.২ স্মার্ট ভূমি উন্নয়ন কর

১। নাগরিকগণ land.gov.bd ওয়েবপোর্টাল থেকে কিংবা ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে সেবা গ্রহণ করেন।
২। তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে কিউআর কোডযুক্ত দাখিলা প্রদান করা হচ্ছে।
৩। এনআইডি দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের জন্য অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে সহজেই ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও ক্যাশলেস সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৪। ভূমি উন্নয়ন কর দাবির পরিমাণের বিষয়ে আপত্তি জানানোর সুবিধা রয়েছে।

ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করার জন্য
আপনাকে আর ভূমি অফিসে যেতে হবে না!

ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত যেকোনো সেবার জন্য
কল করুন ১৬১২২ নম্বরে

স্মার্ট ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সুবিধাসমূহ

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ৪ কোটি ২৩ লাখের অধিক হোল্ডিং ডাটা ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে।
- নাগরিককে অনলাইনে দাখিলা প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৭০ লাখ।
- অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা, যা তাৎক্ষণিকভাবে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।
- ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে অথবা ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd অথবা "ভূমি উন্নয়ন কর" মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই এনআইডি নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সাথে-সাথে নাগরিকগণ তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে কিউআর কোড-সমৃদ্ধ একটি দাখিলা প্রাপ্ত হচ্ছেন, যা ম্যানুয়াল পদ্ধতির দাখিলার সমমানের এবং সর্বত্র গ্রহণযোগ্য।
- জমির মালিকগণ রেজিস্ট্রেশন না করেও তার এনআইডি দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন কিংবা অটোজেনারেটেড করের দাবির পরিমাণের বিষয়ে আপত্তি তারা জানাতে পারছেন।
- এনআইডি দিয়ে একজন জমির মালিকের সকল তথ্য এই সিস্টেম থেকে জানা সম্ভব হচ্ছে।
- ভূমি অফিসের রেজিস্টারসমূহ পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল রেজিস্টারে পরিণত হচ্ছে এবং ভূমি অফিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।
- Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)-এর সাথে ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের ইন্টেগ্রেশন প্রক্রিয়াধীন।

২.৩ ডাক বিভাগের মাধ্যমে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ স্মার্ট ডেলিভারি সেবা

১। land.gov.bd থেকে আবেদন করে কিংবা ১৬১২২ ফোন করে এই খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সেবা গ্রহণ করা যায়।

২। রেকর্ডীয় খতিয়ান ও নামজারি খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি এবং মৌজা ম্যাপের সার্টিফাইড কপির সেবা অনলাইনে ফি পরিশোধ করে কাউন্টার হতে প্রদান করা হচ্ছে।

৩। এছাড়াও ডাক বিভাগের মাধ্যমে এ দু'টি সেবা ঘরে বসেই পাওয়া যাচ্ছে।

ডাকযোগে সার্টিফাইড খতিয়ান সেবা

ডাকযোগে মৌজা ম্যাপ সেবা

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক নাগরিকের ঠিকানায় সার্টিফায়েড খতিয়ান পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা
- ৫ কোটির অধিক খতিয়ানের স্থায়ী সংরক্ষণ
- ২৪/৭ ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম থেকে জমির রেকর্ড দেখার সুযোগ
- কিয়স্ক থেকে খতিয়ান তাৎক্ষণিক প্রিন্ট করার সুবিধা

আপনি কি ঘরে বসেই খতিয়ান (পর্চা)/জমির ম্যাপ পেতে চান?

কল করুন ১৬১২২ নম্বরে **অথবা** ভিজিট করুন land.gov.bd

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আপনার ঠিকানায় খতিয়ান (পর্চা)/জমির ম্যাপ পৌঁছে দিবে!

১. ১৬১২২ নম্বরে কল

২. এনআইডিসহ জমির তথ্য প্রদান

৩. কল সেন্টার কর্তৃক আবেদন দাখিল

৪. মোবাইলে টোকেন নম্বর প্রাপ্তি

৫. টোকেন নম্বর দিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে ফিস* প্রদান

৬. মোবাইলে আবেদনের আইডি ও ডেলিভারির তারিখ প্রাপ্তি

৭. বাংলাদেশ ডাকবিভাগ কর্তৃক আবেদনকারীর ঠিকানায় খতিয়ান সরবরাহ

land.gov.bd

এখন বিনামূল্যে যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে ভার্চুয়াল রেকর্ডরুমের খতিয়ান (পর্চা) দেখার সুযোগ!

SCAN ME

* সার্টিফাইড কপি কাউন্টার থেকে ডেলিভারির জন্য কোর্ট ফি: ১০০.০০ টাকা।
* ডাকযোগে নিজ ঠিকানায় ডেলিভারির জন্য অতিরিক্ত চার্জ: ৪০.০০ টাকা।

খতিয়ান (পর্চা)/জমির ম্যাপ সংক্রান্ত যেকোনো সেবার জন্য কল করুন ১৬১২২ নম্বরে

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ঢাকার ভূমি ভবনে ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন (০৫ জানুয়ারি ২০২২)

২.৪ স্মার্ট মৌজা ম্যাপ

১। land.gov.bd ওয়েবপোর্টাল থেকে কিংবা ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে মৌজা ম্যাপ সেবা গ্রহণ করা যায়।

২। নামজারির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় খতিয়ান ও মৌজাম্যাপও প্রস্তুত করা হবে।

৩। দেশের সকল মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে।

২.৫ স্মার্ট ভূমি রেকর্ড

১। খতিয়ান ট্রি প্রস্তুতের মাধ্যমে জানা যাবে জমি কতবার হাতবদল হয়েছে এবং উক্ত খতিয়ানে কি পরিমাণ জমি অবশিষ্ট আছে।

২। পূর্বের সব খতিয়ান ট্রি তৈরি করে পরস্পর সংযুক্ত রাখা হচ্ছে, জানা যাবে প্রতিটি খতিয়ানের ইতিহাস।

৩। জমি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা প্রতিহত করা যাবে এবং স্বল্প সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

২.৬ স্মার্ট ভূমি নকশা (ল্যান্ড জোনিং)

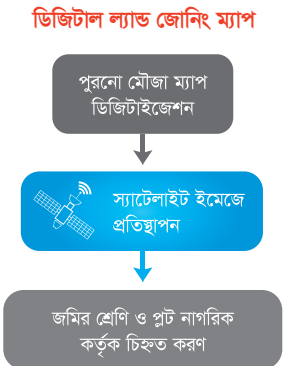

২.৭ বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস)

১। দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিডিএস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
২। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে, নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করা হচ্ছে।
৩। জরিপকালে জিএনএসএস, ইটিএস, স্যাটেলাইট, ড্রোন তথা ইউএভি এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের সমন্বয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।
৪। বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া মাঠে গিয়ে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস) পাইলটিং প্রকল্পের উদ্বোধন করেন (০৩ আগস্ট ২০২২)

ভূমি জরিপ ২০০৯-২০২৩

		২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০১৯-২০২৩ সেপ্টেম্বর	মোট
১	জরিপ সম্পন্ন হয়েছে (মৌজা সংখ্যা)	৫৭৬১	১২৭৮৯	৭১৬২	২৬৩১১
২	খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে (সংখ্যা)	৩৮৪০৭৩৪	৭৯৭৪৮৯৬	৫২৬৭৩২৪	১৬৮৯২৩৩৫
৩	মুদ্রিত মৌজা ম্যাপের সংখ্যা	২০০২৬৭৮	১৪৬৪৩৫৯	১১১৮০৫৬	৪৫৮৫০৯৩
৪	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খতিয়ান	–	–	৫৫২৬০২১৪	৫৫২৬০২১৪
৫	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মৌজা ম্যাপ	–	–	৭৫৪০৪	৭৫৪০৪
৬	স্ট্রিপ ম্যাপ প্রস্তুত	১০৯৪	৩০	-	১১২৪
৭	সীমানা পিলার প্রস্তুত	২০৪৩	৩১৬৭	৩৬৪৪	৮৮৫৪
৮	অধুনালুপ্ত ছিটমহল জরিপ	–	–	৫১	৫১

জরিপ চলাকালীন আপনার করণীয়

১। ভূমি জরিপের মাধ্যমে প্রচলিত আইন অনুযায়ী, জমির প্রকৃত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ম্যাপ তৈরি হয় এবং মালিকানার কাগজপত্র দেখে রেকর্ড তৈরি হয়।

২। জরিপ পরিচালনার সময় জমির মালিক হিসেবে আপনাকে অবশ্যই মালিকানার সপক্ষে বৈধ কাগজপত্রসহ জরিপ কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

৩। ভূমি জরিপের সময় আপনাকে জরিপ বিভাগের কর্মকর্তাগণ হতে লিখিত একটি খসড়া খতিয়ান বা মাঠ খসড়া খতিয়ান প্রদান করবেন। এটি সবুজ কালিতে স্বাক্ষরিত থাকে।

৪। জরিপের সময় সঠিক কাগজপত্র প্রদর্শন করতে না পারলে অনেক সময় ভুল রেকর্ড হয়ে যেতে পারে।

৫। আপনি মাঠ খসড়া খতিয়ানটি সংগ্রহ করবেন এবং এতে আপনার জমির বিবরণ সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন।

৬। জরিপের রেকর্ড ভুল হলে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। এক্ষেত্রে সংশোধনের প্রক্রিয়াও খুব সুনির্দিষ্ট। ভুল থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে ভুল সংশোধন করিয়ে নেবেন।

২.৮ স্মার্ট ভূমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ প্রদান সেবা ও ভূমি অধিগ্রহণ তথ্য

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্মার্ট পদ্ধতি

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা	জমির পরিমাণ
Fast Track সহ গুরুত্বপূর্ণ ৯০টি প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি	৪০৫০৭.৬ একর

জনগণের নিকট স্মার্ট ভূমিসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে অনলাইনে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান

২.৯ স্মার্ট জলমহাল ব্যবস্থাপনা

১। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জলমহাল ইজারা গ্রহণ করতে পারছেন।

২। মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালমুক্ত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৩। পর্যায়ক্রমে সকল সায়রাত মহালের সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনলাইন করা হবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ঢাকার ভূমি ভবনে 'বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া'র উদ্বোধন করেন (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

২.১০ স্মার্ট ভূমিসেবা হটলাইন ১৬১২২

১। ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে ২৪ ঘণ্টা পরামর্শ প্রদান ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
২। ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে নামজারি, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সেবা পাওয়া যাবে।
৩। বিদেশ থেকে লং-কোড +৮৮০ ৯৬১২-৩১৬১২২ এর মাধ্যমে ভূমিসেবা গ্রহণের জন্য জন্য কল করা সম্ভব।
৪। www.facebook.com/land.gov.bd এ মেসেজ করেও পরামর্শ সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

বিদেশ থেকে ফোন করতে হলে : +৮৮০ ৯৬১২-৩১৬১২২

ভূমি ভবনে অবস্থিত ভূমিসেবা হটলাইন ১৬১২২ সেন্টার

২.১১ স্মার্ট নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র

১। কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকে ভূমি বিষয়ক পরামর্শ সেবাসহ সব ধরনের নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক ভূমিসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রথাগত পদ্ধতির পাশাপাশি ঢাকার তেজগাঁওস্থ ভূমি-ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র

২.১২ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ভূমিসেবার গুণগত মান উন্নয়ন

১। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি সেবার গুণগত মান সম্পর্কে ফিডব্যাক গ্রহণ করে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভূমিসেবাতেও যুক্ত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সেবা।

৩। অসন্তুষ্টির কারণ ডিজিটাল উপায়ে সংগ্রহ করে ড্যাশবোর্ড land.gov.bd-এ নিয়মিত প্রদর্শন ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

৪। প্রাপ্ত মতামত মনিটরিং ও বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সকল উপজেলা ভূমি অফিসের নামজারি সেবার গুণগত মান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে একটি স্বয়ংক্রিয় ফোনকল করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আপনি নামজারি বিষয়ক আপনার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কারণ জানাতে পারবেন।

কোন সুনির্দিষ্ট নামজারি মামলার সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপনার অসন্তুষ্টির কারণটি রোবট ডিজিটাল উপায়ে সংগ্রহ করে ড্যাশবোর্ড land.gov.bd -এ প্রদর্শন করবে।

২.১৩ স্মার্ট ভূমি তথ্য ব্যাংক

১। সকল জলমহাল, বালুমহাল, লবণ মহাল, চিংড়ি মহাল, হাটবাজার ইত্যাদিসহ সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাপনাকৃত সকল ভূসম্পত্তির তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২। ভূমি প্রশাসনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৩। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, সরকারি ও খাসজমি রক্ষা, অর্পিত সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে।

৪। দক্ষতার সঙ্গে সরকারি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে।

২.১৪ স্মার্ট মর্টগেজ ডাটা ব্যাংক

১। নাগরিক এবং যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মর্টগেজ সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ রয়েছে।
২। ভূমি অফিস ও ব্যাংক কর্তৃক মর্টগেজ সংক্রান্ত তথ্য যাচাই ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।
৩। বন্ধককৃত জমি নিয়ে সব ধরণের প্রতারণা রোধ করা যাচ্ছে।
৪। অর্থঋণ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে নামজারি সহজ করা হয়েছে।

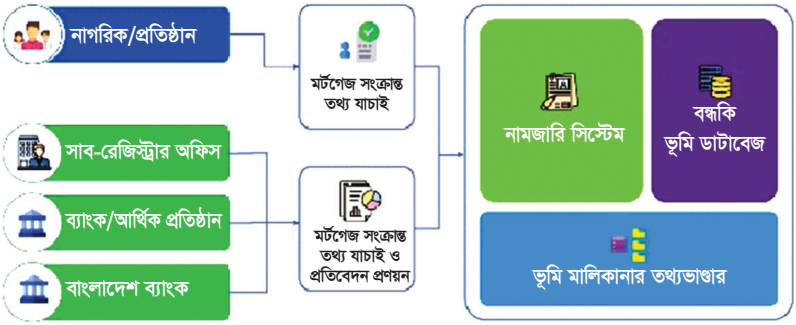

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ঢাকার ভূমি ভবনে মর্টগেজ ডাটা ব্যাংক এবং মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম-এর উদ্বোধন করেন (২১ নভেম্বর ২০২২)

২.১৫ স্মার্ট ভূমি-পিডিয়া

- নাগরিকদের ভূমি-তথ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্মার্ট ভূমি-পিডিয়া চালু করা হয়েছে।
- ভূমি পিডিয়ায় সার্চ দিয়ে কিংবা কথোপকথনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা যায়।
- ভূমি সম্পর্কিত সকল ধরনের আইনি তথ্য ও পরামর্শ তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে।

ভূমি পিডিয়ার সেবা গ্রহণ করছেন একজন নাগরিক

২.১৬ স্মার্ট মামলা ব্যবস্থাপনা

- সকল ভূমি অফিস ও কোর্টকে একই প্ল্যাটফর্মে আনা হয়েছে।
- এসএফ প্রস্তুতকরণ ও দাখিলকরণ—পুরো প্রক্রিয়াই অনলাইনে করা সম্ভব হয়েছে।
- অনলাইন নথিজাত ও নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকায় মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে।
- অনলাইনে কজ লিস্টসহ কেইস শুনানীর তারিখ সম্পর্কে নোটিফিকেশন পাওয়া যায়।
- ভূমি রাজস্ব ও দেওয়ানি মামলা অনলাইনে সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং-এর মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

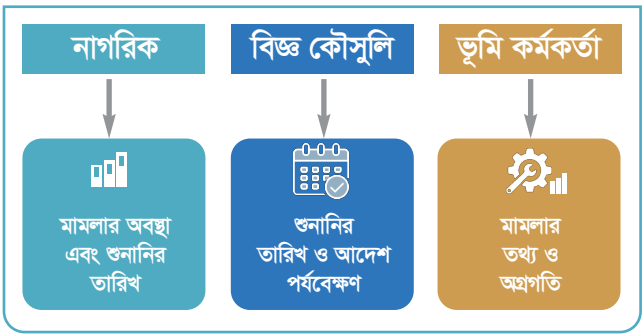

১) দেওয়ানি মামলা ব্যবস্থাপনা
   ক) দেওয়ানি মামলা
   খ) রিভিউ মামলা
   গ) রিট মামলা
   ঘ) কন্টেম্পট মামলা

২) রেভিনিউ মামলা ব্যবস্থাপনা
   ক) রিভিউ মামলা
   খ) মিস কেইস মামলা
   গ) রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা

ইতোমধ্যে ১ লাখ ৬০ হাজার (এক লাখ ষাট হাজার) দেওয়ানি মামলা এবং ৩০ হাজার (ত্রিশ হাজার) রেভিনিউ মামলা সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কার্যক্রম চলমান আছে।

- সিস্টেম জেনারেটেড এসএফ তৈরি হয়।
- জজ কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের মামলা পর্যন্ত এন্ট্রি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও ভূমি আপিল বোর্ড পর্যন্ত মামলা এন্ট্রিসহ মনিটরিং ও সুপারভিশন করতে পারে।

২.১৭ স্মার্ট ল্যান্ড কানেক্ট: ভূমিসেবায় নাগরিক সম্পৃক্ততা

মামলা ব্যবস্থাপনা কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান

২.১৮ স্মার্ট ভূমিসেবার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখ উদ্বোধনকৃত তিন দিনব্যাপী আয়োজিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ ৪টি প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়।

(১) ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিকেলে 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বুধবার, ২৯ মার্চ ২০২৩)।

(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশনে সকালে 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০২৩)।

(৩) জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশনে 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০২৩)।

(৪) পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশনে সকালে 'বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (শুক্রবার, ৩১ মার্চ ২০২৩)।

অধ্যায় ৩

বঙ্গবন্ধুর পুনর্বাসন কার্যক্রম হতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গুচ্ছগ্রাম: ভূমি বন্দোবস্ত, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৩.১ ভূমিহীনদের জন্য গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমি বন্দোবস্ত

ভূমি সচিব মো. খলিলুর রহমান লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের জন্য নির্মিত বাসস্থান

৩.২ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ও খাসজমি বন্দোবস্ত এবং উপকারভোগীর তথ্য

		২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০১৯-২০২৩ সেপ্টেম্বর
১	গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে	১৯৯টি	৭৬৬টি	৮০০টি
২	গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে	৮৯৫৮টি	২৯৭৭৯টি	১৬৪৫৮টি
৩	ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে	৮৯৫৮টি	২৯৭৭৯টি	১৬৪৫৮টি
৪	সিডিএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে	১০৮২০টি	১৩৫০৮টি	৪০১৪টি
৫	সিডিএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে	৮৩২৩টি	১৭৫৬০টি	৩০৮৮টি
৬	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি	৮২৭৬১.৮৮ একর	৫৭৬৬৭.৯৮ একর	২১৫৬৭.৬৭ একর
৭	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	১৭৯৬৬৯০টি	১৩৯৮৫৩টি	২৪৯৪৫১টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করছেন

৩.৩ ভূমিহীনদের মধ্য খাসজমি বন্দোবস্তের তথ্য

কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা
বিগত ৫ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বন্দোবস্তপ্রাপ্ত	১,৯৩,০০৯
চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্পের আওতায় (নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম) বন্দোবস্ত প্রাপ্ত	৩৪,০০০
জাতির পিতার হাত দিয়ে শুরু হওয়া গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত	১২৫,৯০৮
মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহসহ জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত	২,৩৭,৮৩১
১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যবধি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহসহ জমি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত	৫,৫৪,৫৯৭
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গৃহসহ জমি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত	৭,৭১,৩০১

ভূমি সচিব মো. খলিলুর রহমান লক্ষ্মীপুরে অবস্থিত গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের সুবিধাভোগী নাগরিককে খতিয়ান হস্তান্তর করছেন

৩.৪ সরকরি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে খাসজমি বন্দোবস্তের তথ্য

		২০১৪-২০১৮ (একর)	২০১৯-২০২৩ সেপ্টেম্বর (একর)
১	বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন (বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি)	২৯০৪২.৯৯	২৭৬৩৮.০১
২	হাইটেক পার্ক (বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি)	২৮৯.২২	১২৬.০৭
৩	বিভিন্ন বাহিনী (বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি)	৪৯০২.৫৭	১৭৫.৯৪
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি)	৪৩৪.৬১	১২২.৮০
৫	মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিস/ কমপ্লেক্স (বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি)	১৬.৯৫	০.৭৪

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী দিনাজপুরে অবস্থিত গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের সুবিধাভোগী নাগরিককে খতিয়ান হস্তান্তর করছেন

৩.৫ রাজস্ব আদায়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অবদান

		২০০৯-২০১৩		২০১৪-২০১৮		২০১৯-২০২৩ সেপ্টেম্বর	
		সংখ্যা	(কোটি) টাকা	সংখ্যা	(কোটি) টাকা	সংখ্যা	(কোটি) টাকা
১	ভূমি উন্নয়ন কর	-	১২৭২.৫		৩৫৪৯.৬		৪১৯৪.৩
২	করবহির্ভূত রাজস্ব	-	-	-	-	-	৪৩৭.২
৩	হাটবাজার	৬২১৩	১০৭৪.৪	৭৯০৪	২০৪৯.৮	৭৭২০	৩৪৯২.৮
৪	জলমহাল	২৮৭৭	২২৭.৮	৩৭৩৫	৩৫৮.৫	৪০৯৬	৬৩৮.৪
৫	বালুমহাল	২৮৯	১৩৯.৭	৩৭৫	২৫৯.২	২৭১	১০৯২.১
৬	চিংড়ি মহাল	৪৮	.৯৬	১১১৯	৮.১	১৪৭৬	৩.৭
৭	লবণ মহাল	১৫৩	.০৭	১৫৩	.০২	১৪৪	.১৭

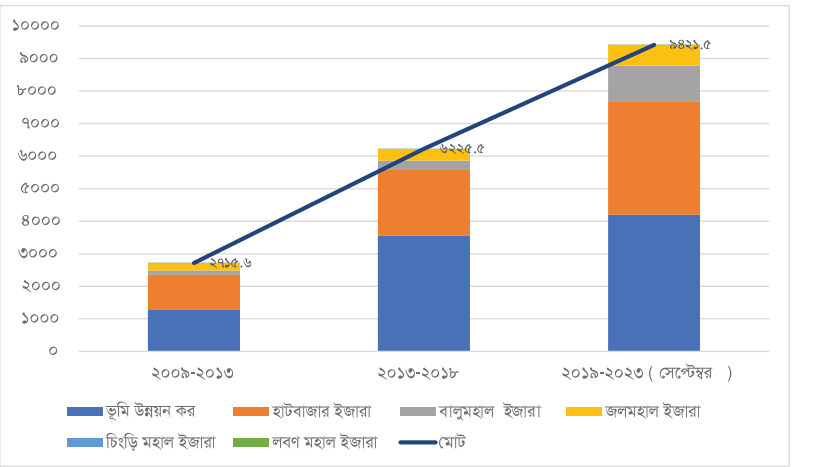

গত প্রায় ১৫ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি উৎসের রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে। ২০১৯-২০২৩ মেয়াদে অদ্যবধি মোট রাজস্ব ২০০৯-২০১৩ মেয়াদ থেকে ২৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৬ অর্পিত সম্পত্তি ও সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০১৯-২০২৩ সেপ্টেম্বর	মোট
১	'খ' তফসিল বাতিল করার মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি সরাসরি অবমুক্ত	-	৭,৪৫,৪৩০.৩০ একর	-	-
২	'খ' তফসিলভূক্ত নিষ্পত্তিকৃত জমির পরিমাণ	-	১,৩৩,৫৫২.৬৩ একর	৫১.৪০৭.৪৭ একর	১,৮৪,৯৬০.১০ একর
৪	কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভুক্ত সম্পদ অবৈধ দখলদারমুক্ত করা হয়েছে	৯৮০.৯৬০৯	৫৯৮.৮৩৭৬	৮৫.৩৭২৫	-
৬	'ক' তফসিলভুক্ত সরকারি উদ্ধারকৃত সম্পত্তির পরিমাণ	-	-	১৬,২৬০.৬৪৪ একর	-

৩.৭ আর্থসামাজিক উন্নয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিনিয়োগ বিকাশ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে থাকে এবং অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

১
৫৬,৬৮১
একর জমি
অর্থনৈতিক জোনের
জন্য বরাদ্দ

২
৪,০৫,০৭৬
একর জমি
অধিগ্রহণ উন্নয়ন
প্রকল্পের জন্য

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ: ভূমি মন্ত্রাণালয়ের কর্তৃক ভূমি বরাদ্দে অর্থনৈতিক অঞ্চল এখন দৃশ্যমান

ঢাকা শনিবার, ২১ অক্টোবর ২০২৩ । ই-পেপার । আর্কাইভ । Bangla Font । ইউনিকোড কনভার্টার । ভিডিও

সমকাল

বাংলাদেশ রাজনীতি অর্থনীতি আন্তর্জাতিক খেলা বিনোদন সারাদেশ মতামত

মুক্তমঞ্চ / অর্থনৈতিক অঞ্চল এখন দৃশ্যমান

অর্থনৈতিক অঞ্চল এখন দৃশ্যমান

জসিম উদ্দিন বাদল

প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২২ । ০০:০০ | আপডেট: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২২ । ১০:৪৩ । প্রিন্ট সংস্করণ

ফলো করুন-

২০১৪ সালে শুরু হয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মূল কাজ। উদ্দেশ্য ছিল ৭৫ হাজার একর জমিতে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করা। এরপর লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে এক লাখ একর নির্ধারণ করা হয়। এখন পর্যন্ত ৬০ হাজার একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

সব অর্থনৈতিক অঞ্চলের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেলে দেশে শিল্পবিপ্লবের যাত্রা শুরু হবে। স্থাপন হবে শত শত শিল্পকারখানা। পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বদলে যাবে দেশের অর্থনীতির চেহারা। সৃষ্টি হবে কমপক্ষে এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান। পাশাপাশি ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির পথ সুগম হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার লোকের

৩.৮ দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এছাড়া এই কার্যক্রমের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে গুচ্ছগ্রামে গৃহ প্রদান ও চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্পের খাসজমি বন্দোবস্তের পাশাপাশি নিয়মিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কৃষি ও অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে থাকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে শুরু হওয়া লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম

নাগরিকগণ তাদের ভূমিসেবা (ভূমি উন্নয়ন কর, ই-নামজারির খতিয়ান ও ই-পর্চা) অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারছে। ফলে দুর্নীতি ও হয়রানি রোধ হচ্ছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ফলে সরকার দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্ষম হচ্ছে।

ছিন্নমূল, ভূমিহীন এবং নদীভাঙ্গনের ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীন অতিদরিদ্র পরিবারকে গুচ্ছগ্রাম বা খাসজমি প্রদান ও জীবন ধারণের সংশ্লিষ্ট উপাদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

ই-নামজারি, খতিয়ান ও ম্যাপ, ই-পর্চা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রদান নিশ্চিত করার ফলে স্বচ্ছ ও দক্ষ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। ফলে একদিকে নাগরিকদের বিভিন্ন ভূমিসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন স্বচ্ছতা আনয়ন হবে অন্যদিকে সরকারি কোষাগারে সরাসরি রাজস্ব অর্থ জমা হওয়ায় রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সীমানায় উত্তেজনা প্রশমিত হবে; এর ফলে নাগরিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র, সামাজিক বেষ্টনী ইত্যাদিতে নির্বিঘ্নে নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারী সমাজের জানমালের নিরাপত্তা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারী সমাজের জীবন-জীবিকার ধারণ অধিকতর উন্নয়ন ঘটবে।

ডিজিটাল ভূমি জরিপ এবং ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ উন্মুক্তকরণের ফলে ভূমি রেকর্ডে জালিয়াতি ও হয়রানি রোধ হবে এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পাবে। কোনো সীমানা বিরোধ থাকবে না। ভূমি মালিকদের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্পমূল্য রেকর্ডপ্রাপ্তি সহজলভ্য হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ

সর্বশেষ বিশেষ সংবাদ জাতীয় সারাদেশ রাজনীতি বিশ্ব সংবাদ খেলা বিনোদন বাণিজ্য

দৈনিক ইত্তেফাক

সারাদেশ

› সারাদেশ

‘এ্যালা নয়া ঘরোত মুই শান্তিতে ঘুম পারোং বাহে’

স্টাফ রিপোর্টার রংপুর

প্রকাশ : ১১ অক্টোবর ২০২০, ১৮:২২

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত কামারপাড়া গুচ্ছগ্রাম। ছবি : ইত্তেফাক

‘আমিতো কখনো ভাবিনি যে আমার শেষ জীবন এতো সুন্দর ঘরে থাকবো। আগে ছিলাম রাস্তার ধারে প্লাস্টিকের চাল ও বস্তা দিয়ে ঘেরা ঘরে। এখন পেয়েছি রঙিন টিনের বাড়ি-ঘর। শেখ সাইবের বেটি, হামার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রঙিন টিনের বাড়ি-ঘর করে দিয়েছেন।’

ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্পের আওতায় সয়ারের কামারপাড়ায় নির্মাণ করা গুচ্ছগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে তাকে একটি ঘর দেন ইউএনও আমিনুল ইসলাম। এখন সেই ঘরে থাকছেন স্বামী হারা সমস্ত বানু। তার মতো আরও ৩০ পরিবারের জীবন জীবিকার ঠাঁই হয়েছে গুচ্ছগ্রামে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভাষানচর পরিদর্শন করেন (৪ মার্চ ২০২০)

দিনাজপুরের কাহারোলে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সুন্দরপুর গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন

৩.৯ নারীর ক্ষমতায়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন এবং আইনি সংস্কার নারীদের জন্য জমির মালিকানা নিশ্চিতের পাশাপাশি উত্তরাধিকার আরও সহজ করে তুলেছে। উত্তরাধিকার সম্পদ ন্যায্য বণ্টনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক অবস্থানকে শক্তিশালী ও মর্যাদাবান করেছে, বাংলাদেশি সমাজে বৃহত্তর নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করেছে।

বন্দোবস্তকৃত জমিতে সরকার স্ত্রীর পক্ষে জমির মালিকানা স্বত্ব ৫০ ভাগ নিশ্চিত করে

স্মার্ট ভূমিসেবার ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে	১৬১২২ কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের প্রতিকারের মাধ্যমে নারীদের জমির সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে। স্বত্বলিপিতে পিতার পাশাপাশি মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত
	বন্দোবস্তকৃত গৃহ ও জমির দলিলে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই নাম থাকে। এতে স্বামী, স্ত্রী প্রত্যেকের ৫০% মালিকানা উল্লেখ থাকে। ফলে নারীদের সামাজিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
	ই-নামজারি, খতিয়ান ও ম্যাপ, ই-পর্চা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রদানের ফলে নারীরা অতি সহজে স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের ভূমি সংক্রান্ত প্রদান করে তাদের জমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পারবে।
	ডিজিটাল ভূমি জরিপ এবং ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ উন্মুক্তকরণের ফলে জমির মৌজা ও খতিয়ানের তথ্য দিয়ে জমির মালিকানা অনলাইনে প্রদর্শিত হবে।

গণমাধ্যমে উপকারভোগীর অনুভূতি

সময়

মঙ্গলবার, ৩ অক্টোবর ২০২৩, আশ্বিন ১৪৩০

সর্বশেষ LIVE

সম্পূর্ণ নিউজ সময়

বাংলাদেশ

১০ টা ২৫ মিনিট, ২২ নভেম্বর ২০২২

৩০ বছর ভিক্ষা করার পর জানলেন তিনি ২৫ বিঘা জমির মালিক

দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ভিক্ষা করে পেট চালান; অথচ সেই ভিক্ষুকই এখন ২৫ বিঘা জমির মালিক। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কল্যাণে ৪০ বছর পর বুঝে পেয়েছেন তার সম্পত্তি। সেবাগ্রহীতারা বলছেন, ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের ফলে নিশ্চিত হচ্ছে স্বচ্ছতা। কমছে জনভোগান্তি। ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামেই মিলছে খতিয়ান ও পর্চাসহ ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় সেবা।

শুভ খান

২ মিনিটে পড়ুন

জয়গুন বেওয়া সময় সংবাদকে বলেন, 'ভিক্ষে করে ভাত খাই; আমার জমিজমা থাকতে আমি কেন ভিক্ষা করব? ২৫ বিঘার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৮ বিঘা জমির কাগজপত্র পাইছি। যারা দখল করে আছে, তারা যদি ছাড়ি দেয় তাহলে ভালো। এজন্য কাগজপত্র নিয়া এ অফিসে আইছি।'

৩.১০ চরাঞ্চলের ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমির মলিকানা খতিয়ান বিতরণ

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইফাদ এর কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসন নোয়খালীর আয়োজনে ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্তকৃত জমির খতিয়ান বিতরণ করা হয়

৩.১১ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসবাসের জন্য অস্থায়ী ভূমি বরাদ্দ

১০০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী পুনর্বাসন	ভাসানচর দ্বীপে ১৩০০০ একর খাসজমি অস্থায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত ভাসানচরে রোহিঙ্গা ক্যাম্প

৩.১২ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্পে খাসজমি বরাদ্দ

ভূমি মন্ত্রণালয় জলবায়ু উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মানুষের পূনর্বাসনের জন্য কক্সবাজার জেলার খুরুশকুলে ২৫৩ একর খাস-জমি বরাদ্দ করে। উক্ত জমিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে জলবায়ু উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মানুষের জন্য গড়ে তোলা হয় বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া সম্প্রতি কক্সবাজার জেলার খুরুশকুলের বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং উপকারভোগীদের নিকট প্রধানমন্ত্রীর উপহারসামগ্রী হস্তান্তর করেন।

৩.১৩ জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন

বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের ওপর প্রভাব হ্রাসে গৃহীত কার্যক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয় অন্যতম সহযোগী মন্ত্রণালয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত শতবর্ষব্যাপী বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির পদাধিকারবলে অন্যতম সদস্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্বে গঠিত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য ভূমিমন্ত্রী

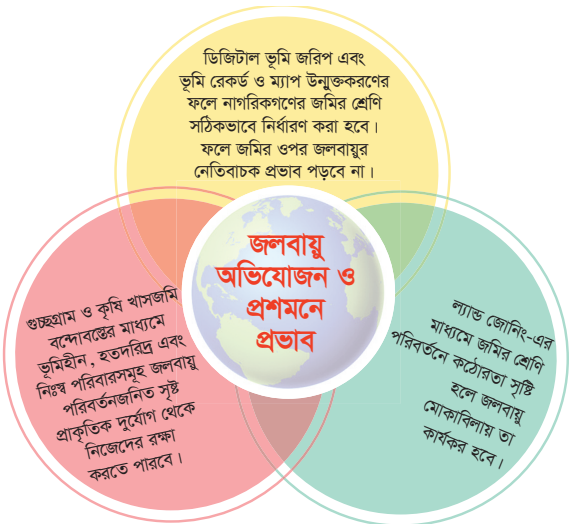

দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা জলবায়ু সংকট মোকাবিলার অন্যতম নিয়ামক

সৈয়দ মো. আবদুল্লাহ আল নাহিয়ান
২৬ নভেম্বর ২০২১, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

132 Shares

সরকার ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০) গ্রহণের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ মহাপরিকল্পনার দূরদর্শী উদ্দেশ্য হচ্ছে কৌশল, নীতি, বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্র, ভূমি ও পানির উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

ডিজিটালাইজেশন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করে এবং ভূমিনীতির কার্যকর ও দক্ষ প্রয়োগের সমন্বয়ে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর অন্যতম অংশ 'ভূমি ব্যবস্থাপনা'কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এ কর্মযজ্ঞ সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় অন্যতম নিয়ামক।

অধ্যায় ৪

সেবা সহজীকরণের ভিত্তিঃ চুক্তি, আইন ও বিধিমালা

৪.১ ছিটমহল বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল ভূমি জরিপ চুক্তি

বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হয়
১১১টি
ছিটমহল
১৭,১৬০.৬৩
একর ভূমি

ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়
৫১টি
ছিটমহল
৭,১১০.০২
একর ভূমি

ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ছিটমহলবসীদের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রাম জেলাধীন কালিরহাটে অধুনালুপ্ত ছিটমহলবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন রাখছেন (১৫ অক্টোবর ২০১৫)

ডিজিটাল ভূমি জরিপের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং লি. এর সাথে চুক্তি সাক্ষর (২০ জুন ২০২৩)

৪.২ আইন ও বিধিবিধান

২৯ জুন ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত গণকর্মচারীসহ ই-মিউটেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় ভূমি সম্মেলন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন (বুধবার, ২৯ মার্চ ২০২৩)

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রণীত আইনসমূহ

তারিখ	নাম	উদ্দেশ্য
০৮ এপ্রিল ২০০৯	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯	পদ্মা বহুমুখী সেতু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন
৩০ জুন ২০১১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন
১৩ অক্টোবর ২০১৬	২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন
২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭	১৯৮২ সালের অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্স রহিতক্রমে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act, 2019	১৯৫৮ সালের Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন।
১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩	Hats and Bazars (Establishment and Acquisition) Ordinance, 1959 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া নতুনভাবে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন
১১ জুলাই, ২০২৩	State Acquisition and Tenancy (Amendment) Act, 2023	State Acquisition and Tenancy Act, ১৯৫০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন
১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ভূমি উন্নয়ন কর আইন ২০২৩	জমির সর্বোচ্চ সিলিং পুনঃনির্ধারণ এবং ভূমি উন্নয়ন কর হালনাগাদকল্পে প্রণীত আইন
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন, ২০২৩	বালুমহাল ইজারা প্রদান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩	কৃষি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সীমা ৬০ বিঘা নিধারণকল্পে প্রণীত আইন
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩	ভূমি সংশ্লিষ্ঠ অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের মাধ্যমে দ্রুত ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি আইন

৪.৩ বর্তমানে প্রণয়ন/সংশোধনের প্রক্রিয়াধীন

তারিখ	নাম	উদ্দেশ্য
২০২৩	ভূমির জোনিং, ব্যবহার ও সুরক্ষা আইন ২০২৩	ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার সুরক্ষা ও জোনিং সংক্রান্ত আইন
২০২৩	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন, ২০২৩	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদান সংক্রান্ত আইনের যুগোপযোগীকরণ।
২০২৩	বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (স্থাবর সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৩	বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণকল্পে আইন

৪.৪ ২০০৯-২৩ পর্যন্ত প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা

২৩ জুন, ২০০৯	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	সরকারি জলমহাল ইজারা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা
১৩ এপ্রিল ২০১১	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
৫ মে ২০১৪	ডিজিটাল জরিপ নির্দেশিকা	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ নির্দেশকা
১৯ মে ২০১৫	ফলবাগান ইজারা নীতিমালা, ২০১৫	সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ফলবাগানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা
১২ জানুয়ারি ২০১৭	চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৭	চা বাগানের খাসজমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা
১৬ আগস্ট ২০২১	ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১	ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিষয়ক বিধিমালা
১৬ আগস্ট ২০২১	ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১	ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক বিধিমালা

৪.৫ ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন-২০২৩ এর মুখ্য বিষয়

ভূমিবিষয়ক ৮ ধরনের অপরাধ

১. ভূমি প্রতারণা;
২. ভূমি জালিয়াতি;
৩. অবৈধ দখল;
৪. ক্রেতা বরাবর বিক্রীত ভূমির দখল হস্তান্তর না করা;
৫. সীমানা বা ভূমির ক্ষতিসাধন;
৬. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমির অবৈধ দখল, প্রবেশ বা কোনো কাঠামো নির্মাণ বা ক্ষতিসাধন;
৭. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থযুক্ত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমি অবৈধ ভরাট, শ্রেণি পরিবর্তন ইত্যাদি; এবং
৮. মাটির উপরি-স্তর কর্তন ও ভরাট।

৪ ধরনের সম্পূরক অপরাধ:

১. আদেশ অমান্য;
২. অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনা;
৩. অপরাধ পুনঃসংগঠন; এবং
৪. কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।

দণ্ড

- ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ এবং ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ;
- অন্যান্য অপরাধে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; এবং
- একই অপরাধ পুনরায় সংঘটন করলে দণ্ড দ্বিগুণ হবে।

সদ্য প্রণীত ভূমিবিষয়ক তিনটি আইন বিষয়ে গণমাধ্যমকে অবহিত করতে সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩)

অধ্যায় ৫

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও অর্জন

৫.১ ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও অর্জন

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
১.	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-২০১২)	১৪৭২.০০ লক্ষ টাকা	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৫ম তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
২.	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন প্রজেক্ট) (২০০৯-২০১৫)	১৮৩৭৫.৬৩০ লক্ষ টাকা	● প্রতি পরিবারকে গড়ে ৫ শতক জমির বসতভিটা, ৩০০ বর্গফুটের ঘর ও পৃথক ল্যাট্রিন এর মালিকানা প্রদানসহ মোট ১০৭০৩টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ● মোট ৫৩৬.০০ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ● সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের জন্য ১২৩৩টি নলকুপ/ গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। ● ১০৬৫০ টি পুনর্বাসিত পরিবারকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
৩.	স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প (২০১০-২০১৭)	১৯৯৩.০০ লক্ষ টাকা।	উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার এবং ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য কম্পিউটার টু প্লেট (সিটিপি)সহ এক সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য ৫টি রাগ্ড নোটবুকসহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
			মোট ২০(বিশ) সেট Electronic Total Station(ETS) with its related accessories সংগ্রহ করা হয়েছে।
৪.	স্ট্রেন্দেনিং এক্সেস টু ল্যান্ড এ্যন্ড প্রপার্টি রাইটস্ ফর অল সিটিজেন্স অব বাংলাদেশ প্রকল্প (২০১১-২০১৭)	১০৬৪২.৯০ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৪৭টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনটি অফিসের মধ্যে কানেকটিভিটি স্থাপনের জন্য Integrated Digital Land Recording System(IDLRS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৫.	স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (২০১১-২০১৭)	১৫৫৪৭.১৭ লক্ষ টাকা	২০টি উপজেলায় ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র (Land Information Service Centre) স্থাপন, খতিয়ান স্ক্যানকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
৬.	Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (২০১১- ২০১৭)	৩৫১.৯১ লক্ষ টাকা	৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলার সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (DLMS) প্রবর্তন এবং জনগণকে ভূমির তথ্যাদি সম্পর্কিত সেবা প্রদান করা হয়েছে।
৭.	জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প (২০১২-২০১৭)	২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা।	৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় ৩২৬টি 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
৮.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (ভূমি অংশ) (২০১১-২০১৮)	৭৬৯.০০ লক্ষ টাকা	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (ভূমি অংশ) প্রকল্পের আওতায় ১৩৫০৮ টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১৭৫৬০ একর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
৯.	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (২০১৬-২০১৯)	১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গেজেটেড ও ননগেজেটেড কর্মকর্তাদের জন্য আবাসন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার নিমিত্ত আবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
১০.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১২-২০২০)	৯২৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা।	এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,০৭,০০০০০ টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
১১.	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (২০১৫-২০২১)	১৮৪০৪.২৩ লক্ষ টাকা	ভূমি মন্ত্রণালয় এর সেবাসমূহ একই স্থান থেকে প্রদানের অংশ হিসেবে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ১৩ তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড এবং প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়সমূহ এখানে স্থাপিত হয়েছে। ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানে নাগরিক কল সেন্টার এই ভবনে স্থাপিত হয়েছে।
১২.	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) (২০১৪-২০২২)	৭৪৬৭৮.০২ লক্ষ টাকা	প্রত্যেক নাগরিককে আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান, জনগণের দোড়গোড়ায় ভূমি সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৫০১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে।

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
১৩.	সমগ্রদেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (২০১৬-২০২৩)	৭১২৭২.০০ লক্ষ টাকা	শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যায়ে ভূমি রেকর্ডসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধিকরণে সারাদেশে ১০৪৩ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস (সমতল অঞ্চলে দোতলা ফাউন্ডেশনের ৯৮৬ টি, উপকূলীয় অঞ্চলের তিনতলা ফাউন্ডেশনের নিচতলা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংস্থানে ৫৭ টি দোতলা ভবন) নির্মিত হয়েছে।

৫.২ চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
১.	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) - ২য় পর্যায় (৪র্থ সংশোধিত) (২০১৫-২০২৪)	৯১৭৯৪.০০ লক্ষ টাকা	● প্রতি পরিবারকে গড়ে ৪ শতক জমির বসতভিটাসহ ৩০০ ও ৪০০ বর্গফুট আয়তনের পৃথক ঘর এর মালিকানা প্রদানসহ মোট ৪৪৪৯২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ● মোট ১৭৮০.০০ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। ● সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের জন্য ৫৪০১টি নলকুপ/ গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে। ● ১০০০০ টি পুনর্বাসিত পরিবারকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
২.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	১১৯৭০৩.০০ লক্ষ টাকা	(১) অনলাইন ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমির প্রয়োজনীয় তথ্য ভান্ডার (ডাটাবেজ) প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর আওতায় রেজিস্টার-২ হোল্ডিং, পুরাতন নামজারির তথ্য, রেকর্ডরুমের খতিয়ান সমূহ, খাস জমির তথ্য, সায়রাত মহাল সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। রেকর্ডরুমের বিদ্যমান সফটওয়্যার (eporcha.gov.bd) সিস্টেমে প্রায় ৫ কোটি খতিয়ান এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে ২৫৭০টি কম্পিউটার ও আসবাব সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।
৩.	মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (২০২০-২০২৪)	৩৩৭৬০ লক্ষ টাকা	▶ সারা দেশের ১,৩৮,৪১২টি মৌজা ম্যাপ শীট ক্রয় করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ১,০০,৮০০ টি স্ক্যান করা হয়েছে এবং বাকিগুলোর কাজ চলমান রয়েছে এছাড়াও সারাদেশের ৪১,৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট ডিজিটাইজ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল মৌজা ম্যাপ শীট ডিজিটাইজ করা হবে। ইতোমধ্যে ৫টি উপজেলার ডিজিটাইজড মৌজাম্যাপ শীট জিওরেফারেন্সিং এবং ল্যান্ডইউজ স্যাটেলাইট ইমেজসহ ওয়েব ম্যাপিং এবং মোবাইল অ্যাপস এ ভিজুয়ালাইজড করা হয়েছে;
৪.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি	৩৮৩৫১.০০ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পের আওতায় চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ডিজিটাল জরিপের কাজ শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট ব্যয়	প্রকল্পের অর্জন (সংক্ষেপে)
১	২	৩	৪
	পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (২০১৮-২০২৫)		এলাকাধীন মৌজা ম্যাপের ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হবে।
৫.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২০২০-২০২৫)	১২১২৫৫.০০ লক্ষ টাকা	পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন ইটবাড়িয়া মৌজায় ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাডাস্ট্রাল মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। জরিপ কাজের বুঝারত স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-ব্রিজিং ২০১৯-২০২৪	১২০৪.৭৭ লক্ষ টাকা	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট -ব্রিজিং (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ) এর আওতায় জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৭৬১টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৩৫৮৯.৩০ একর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

মালনীছড়া চা বাগান, সিলেট

মামদাবিল, কিশোরগঞ্জ

অধ্যায় ৬

অর্জন:
পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' গ্রহণ করেন (১৩ ডিসেম্বর ২০২১)

United Nations Public Service Awards
Winner
Category on Developing transparent and accountable public institutions
This certificate is given in recognition of the contribution of
e-Mutation
Ministry of Land
People's Republic of Bangladesh
for innovation and excellence in public services supporting the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
LIU Zhenmin
Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs
23 June 2020

জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সুইজারল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করেন (৩১ মে ২০২২)

World Summit on the Information Society (WSIS) পুরস্কার ২০২২

ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ভূমি তথ্য ব্যাংক-এর জন্য সংস্কার ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ গ্রহণ করছেন ভূমি সচিব মোস্তাফিজুর রহমান (২৩ জুলাই ২০২২)

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২

অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ ও তাঁর দল সরকারি সাধারণ ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করছেন (১২ ডিসেম্বর ২০২২)

ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড ২০২২

অনলাইন খতিয়ান প্রদান ও ডিজিটাল রেকর্ড রুম তৈরির উদ্যোগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী ও তার দল ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২০ গ্রহণ করেন। (১২ ডিসেম্বর ২০২০)

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরুস্কার ২০২০

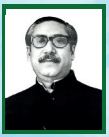

স্মার্ট ভূমিসেবা

স্মার্ট ভূমি সেবায় ভূমি মন্ত্রণালয়

১৬১২২

এক ফোনে সকল ভূমিসেবা

- ভূমি উন্নয়ন কর
- খতিয়ান (পর্চা)
- ভূমি বিষয়ক পরামর্শ পেতে
- ই-নামজারি
- জমির ম্যাপ
- ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে

ভূমিসেবা পেতে ১৬১২২ নম্বরে কল করুন

অথবা ভিজিট করুন land.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

স্মার্ট ভূমি সেবা ২৪/৭ ১৬১২২ land.gov.bd

স্মার্ট
ভূমিসেবা
ভূমিসেবা পেতে ১৬১২২ নম্বরে কল করুন
অথবা ভিজিট করুন land.gov.bd
Printed & Bounded By Culture Press